83292 - যে ব্যক্তি শাওয়ালের ছয় রোজা রাখতে পারেনি সে কি যিলক্বদ মাসে এ রোজাগুলো রাখবে?

প্রশ্ন

জনৈক নারী শাওয়ালের চারটি রোজা রাখার পর মাসের শেষে দিকে তার হায়েয শুরু হয়ে গেছে। তাই তিনি ছয় রোজা শেষ করতে পারেননি; দুইদিন বাকী ছিল। শাওয়াল মাস চলে যাওয়ার পর তিনি কি এ রোজাগুলো রাখতে পারবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ইমাম মুসলিম আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি রমজান মাস রোজা রাখার পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখবে সে যেন সারা বছর রোজা রাখল।" এ হাদিসের আপাত অর্থ হচ্ছে- যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে ছয় রোজা রাখবে সে এ সওয়াব পাবে।

যে ব্যক্তি কোন ওজরের কারণে কিংবা ওজর ছাড়া 'শাওয়াল' ছাড়া অন্য মাসে ছয় রোজা রেখেছে সে কি শাওয়াল মাসে রোজা রাখার সমপরিমাণ সওয়াব পাবে- এ ব্যাপারে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন:

প্রথম মত:

মালেকি মাযহাবের একদল আলেম ও কতিপয় হাম্বলি আলেমের অভিমত হচ্ছে- যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে অথবা শাওয়ালের পর (যে কোন সময়) ছয়টি রোজা রাখবে সে এ সওয়াব পাবে। হাদিসে শাওয়াল মাসের কথা এসেছে- মুকাল্লাফ (শরয়িদায়িত্বপ্রাপ্ত) এর জন্য সহজীকরণার্থে; যেহেতু রমজানের পরপর শাওয়াল মাসে রোজা রাখা তৎপরবর্তী মাসে রোজা রাখার চেয়ে সহজতর।

আল-আদাবি তাঁর রচিত "শারহুল খারশি" এর 'পাদটীকা' (২/২৪৩) তে বলেন: শরয়িতপ্রণেতা শাওয়াল মাসের এর কথা উল্লেখ করেছেন রোজা রাখা সহজী করণার্থে; রোজা রাখার হুকুমকে এ সময়ের সাথে খাস করে দেয়ার জন্য নয়। অতএব, যে ব্যক্তি যিলহজ্বের দশদিনে এ রোজাগুলো রাখল তার কোন গুনাহ হবে না; বরঞ্চ যিলহজ্বের এ দিনগুলোতে রোজা রাখার ব্যাপারে ফজিলতের কথা এসেছে। তাই এ দিনগুলোর ফজিলতও যদি পাওয়া যায় এবং উদ্দেশ্যও যদি হাছিল হয় সেটা আরও ভাল। বরং যিলক্বদ মাসে রোজাগুলো রাখাও ভাল। মূলকথা: দিন যত পেরিয়ে যাবে কষ্ট বেশি হওয়ার কারণে সওয়াব তত বাড়বে। সমাপ্ত

মক্কাতে মালেকি মাযহাবের মুফতি মুহাম্মদ বিন আলি বিন হুসাইন এর 'তাহযিবু ফুরুকি ক্বারাফি' নামক গ্রন্থে (ফুরুক

গ্রন্থরে সাথে ছাপাকৃত ২/১৯১) ইবনুল আরাবি মালকেি থকেে বর্ণনা করা হয়ছেে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "শাওয়াল মাসে" কথাটি এসছেে- উদাহরণস্বরূপ। উদ্দশ্যে হচ্ছে- রমজান মাসরে রোজা দশমাস রোজা রাখার সমতুল্য; আর ছয় রোজা দুইমাস রোজা রাখার সমতুল্য। এটাই মাযহাবরে অভমিত (অর্থাৎ মালকেি মাযহাবরে অভমিত)। তাই যদি এ রোজাগুলো শাওয়াল ছাড়া অন্য মাসে রাখা হয় হুকুম অভন্নি। তনিি বলনে: এটি সূক্ষ্ম দৃষ্টরি নর্যিাস; সুতরাং তোমরা তা জনেে রখো। সমাপ্ত

ইবনুল মুফলহি (রহঃ) 'আল-ফুরু' নামক গ্রন্থে বলনে: কছিু কছিু আলমেরে মতানুযায়ী শাওয়াল ছাড়া অন্য মাসে রোজা রাখলওে এ ফজলিত পাওয়া যাবে- এমন একটি সম্ভাবনা রয়ছেে। কুরতুবী এ মতটি উল্লখে করছেনে। কারণ রোজার ফজলিত হচ্ছে- এর সওয়াব দশগুণ বৃদ্ধি পাওয়া। যমেনটি সাওবান এর হাদসি থকেে জানা যায়। আর শাওয়াল মাসে এ রোজাগুলো রাখার জন্য শর্ত করা হয়ছেে- রুখসত (সহজীকরণ) হসিবে। শরয়িতরে রুখসত বা সহজটা গ্রহণ করা উত্তম।

'আল-ইনসাফ' গ্রন্থ প্রণতো এ মতটি উল্লখে করে এর সমালোচনা করে বলনে: আমি বলব: এটি দুর্বল অভমিত; হাদসিরে খলোফ। এ রোজাগুলোকে রমজানরে ফজলিতরে সাথে সম্পৃক্ত করা হয়ছেে যহেতেু এ রোজাগুলো রমজানরে সীমানার সন্নকিটে; এ কারণে নয় য, এ রোজাগুলোর প্রতদিান দশগুণ। তাছাড়া যহেতেু এ রোজাগুলো রাখা রমজানরে ফরজ রোজা রাখার সমান ফজলিতপূর্ণ।[আল-ইনসাফ (৩/৩৪৪) থকেে সমাপ্ত]

দ্বতিীয় মত:

শাফয়েী মাযহাবরে একদল আলমেরে মত, য ব্যক্তি শাওয়াল মাসে রোজাগুলো রাখতে পারনেি সে যলিক্বদ মাসে রোজাগুলো কাযা করব। তব সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তরি চয়েে কম সওয়াব পাবে যনিি শাওয়াল মাসে রোজাগুলো পালন করছেনে। সুতরাং য ব্যক্তি রমজানরে সয়িাম পালন করার পর শাওয়াল মাসে ছয়রোজা পালন করল স গোটা বছর ফরজ রোজা পালন করার সওয়াব পাব। পক্ষান্তর, য ব্যক্তি রমজান মাস সয়িাম পালন করল ও শাওয়াল ছাড়া অন্য মাসে ছয় রোজা রাখল স রমজান মাসে রোজা রাখার ও ছয়দনি নফল রোজা রাখার সওয়াব পাব।

ইবনে হাজার মক্কি 'তুহফাতুল মুহতাজ' নামক গ্রন্থে (৩/৪৫৬) বলনে: "য ব্যক্তি প্রতি বছর রমজানরে সাথে রোজাগুলো রাখব স যনে আজীবন ফরজ রোজা রাখল; সওয়াব কয়কেগুণ বাড়ব না। আর য ব্যক্তি শাওয়াল ছাড়া অন্য মাসে ছয়টি রোজা রাখব স ব্যক্তি আজীবন নফল রোজা রাখার সওয়াব পাব; সওয়াব কয়কেগুণ বাড়ব না।

আল্লাহই ভাল জাননে।" সমাপ্ত

তৃতীয় মত:

এ ফজলিত শাওয়াল মাসে রোজাগুলো রাখা ছাড়া অর্জতি হব না। এটি হাম্বলি মাযহাবরে অভমিত।

কাশশাফুল ক্বনিা (২/৩৩৮) গ্রন্থে বলছেনে: “হাদসিরে প্রকাশ্য ভাষ্য থকেে জানা যায় যে, শাওয়াল মাসে রোজাগুলো রাখা ছাড়া এ ফজলিত পাওয়া যাবে না।” সমাপ্ত

কউে যদি কিছু রোজা রাখ; কন্তিু কোন ওজররে কারণে সবগুলো রোজা রাখতে না পারে আশা করা যায় সে সওয়াব পাবে ও ফজলিত অর্জন করব।

শাইখ বনি বায বলনে: শাওয়াল মাসে শষে হয়ে যাওয়ার পর এ রোজাগুলো কাযা করার কোন বধিান নইে। কারণ এটি সুন্নত এবং এ সুন্নত পালন করার সময় পার হয়ে গছে; হোক না সে ব্যক্তি কোন ওজররে কারণে কংিবা ওজর ছাড়া রোজাগুলো রাখনে।ি

যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসরে চারদনি রোজা রাখতে পরেছে; বশিষে পরস্থিতিরি কারণে ছয়দনি পূর্ণ করতে পারনে।ি তার ব্যাপারে বলনে: শাওয়াল মাসরে ছয়দনি রোজা রাখা একটি মুস্তাহাব আমল; ফরজ আমল নয়। সুতরাং আপনি যে কয়দনি রোজা রখেছেনে সে কয়দনিরে সওয়াব পাবনে এবং যদি শরয়িত অনুমোদতি কোন ওজররে কারণে রোজাগুলো রাখতে না পারনে সে ক্ষত্রেে আশা করা যায় আপনি পূর্ণাঙ্গ সওয়াব পাবনে। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে হাদসিে এসছে-ে “যখন কোন বান্দা অসুস্থ হয় কংিবা সফরে থাকে তখন আল্লাহ তার জন্য সে আমলগুলোর সওয়াব লখিে দনে যে আমলগুলো সে মুকীম বা সুস্থ থাকাবস্থায় পালন করত।”[সহহি বুখার]ি আপনি যে রোজাগুলো রাখতে পারনেনি সগেুলো কাযা করতে হবে না। আল্লাহই তাওফকিদাতা।[বনি বাযরে ফতোয়াসমগ্র থকেে (১৫/৩৮৯,৩৯৫) সমাপ্ত]

সারকথা হচ্ছ-ে

ছয় রোজা শাওয়াল মাস ছাড়া অন্য মাসে রাখলে আলমেদরে মধ্যে কউে কউে মনে করনে এ রোজাগুলো শাওয়াল মাসে রাখার মতই। আবার কোন কোন আলমে সে রোজাগুলোর ফজলিত সাব্যস্ত করলওে বলনে য,ে এর ফজলিত শাওয়াল মাসে রাখার চয়েে কম। আর কোন কোন আলমেরে মত,ে যদি ওজররে কারণে কউে রোজাগুলো রাখতে না পারে তাহলে সে পূর্ণ সওয়াব পাব। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রশস্ত। আল্লাহর দানরে কোন সীমা নইে। সুতরাং এ বোনটি যদি শাওয়ালরে দুইদনিরে পরবির্তে যলিক্বদ মাসে দুইদনি রোজা রাখে সটো ভাল। ইনশাআল্লাহ; তনিি আল্লাহর কাছে সওয়াব পাবনে।

আল্লাহই ভাল জাননে।